أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 114/غ)

www.motaher21.net

فَبُهِتَ الَّذِی کَفَرَ ۔ِ

তখন সেই কাফিরটি হতভম্ব হয়ে গেলো।

Thus was he confounded.

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-২৫৮

اَلَمۡ تَرَ اِلَی الَّذِیۡ حَآجَّ اِبۡرٰهٖمَ فِیۡ رَبِّهٖۤ اَنۡ اٰتٰىهُ اللّٰهُ الۡمُلۡكَ اِذۡ قَالَ اِبۡرٰهٖمُ رَبِّیَ الَّذِیۡ یُحۡیٖ وَ یُمِیۡتُ ۙ قَالَ اَنَا اُحۡیٖ وَ اُمِیۡتُ ؕ قَالَ اِبۡرٰهٖمُ فَاِنَّ اللّٰهَ یَاۡتِیۡ بِالشَّمۡسِ مِنَ الۡمَشۡرِقِ فَاۡتِ بِهَا مِنَ الۡمَغۡرِبِ فَبُهِتَ الَّذِیۡ كَفَرَ ؕ وَ اللّٰهُ لَا یَهۡدِی الۡقَوۡمَ الظّٰلِمِیۡنَ ۚ

তুমি সেই ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করোনি, যে ইবরাহীমের সাথে তর্ক করেছিল?তর্ক করেছিল এই কথা নিয়ে যে, ইবরাহীমের রব কে? এবং তর্ক এ জন্য করেছিল যে, আল্লাহ তাকে রাষ্ট্রক্ষমতা দান করেছিলেন।যখন ইবরাহীম বললোঃযার হাতে জীবন ও মৃত্যু তিনিই আমার রব। জবাবে সে বললোঃ জীবন ও মৃত্যু আমার হাতে। ইবরাহীম বললোঃ তাই যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে, আল্লাহ পূর্ব দিক থেকে সূর্য উঠান, দেখি তুমি তাকে পশ্চিম দিক থেকে উঠাও। একথা শুনে সেই সত্য অস্বীকারকারী হতবুদ্ধি হয়ে গেলো কিন্তু আল্লাহ জালেমদের সঠিক পথ দেখান না।

২৫৮ নং আয়াতের তাফসীর:

ইবরাহীম (আঃ) -এর নামরূদ বাদশাহর সাথে তর্ক-বির্তক

মুজাহিদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, ঐ বাদশাহর নাম ছিলো নামরূদ ইবনু কিন 'আন ইবনু কাউস ইবনু সাম ইবনু নূহ। তার রাজধানী ছিলো বাবেল। তার বংশক্রমের মধ্যে কিছু মতভেদও রয়েছে। এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, সে হলো নামরূদ ইবনু ফালিখ ইবনু আবীর ইবনু শালিখ ইবনু আরফাখশান্দ ইবনু শাম ইবনু নূহ। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, দুনিয়ার পূর্ব-পশ্চিম সাম্রাজ্যের অধিপতি চারজন। তন্মধ্যে দু' জন মুসলিম ও দু ' জন কাফির। মুসলিম দু' জন হচ্ছেন সুলাইমান ইবনু দাঊদ (আঃ) ও যুলকারানাইন এবং কাফির দু' জন হচ্ছে নামরূদ ও বখতে নাসর। (তাফসীর তাবারী -৫/৪৩৩) ঘোষণা হচ্ছেঃ

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْ حَآجَّ إِبْرٰهِمَ فِيْ رَبِّهٖ﴾ হে নবী! তুমি স্বচক্ষে ঐ ব্যক্তিকে দেখোনি, যে ইবরাহীম (আঃ) -এর সারেথ মহান আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিলো? এই লোকটি নিজেকে মহান আল্লাহ্‌ বলে দাবী করেছিলো। যেমন তারপরে ফির 'আউনও তার নিজস্ব লোকদের মধ্যে এই দাবী করেছিলোঃ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلٰهٍ غَيْرِي.

'আমি ছাড়া তোমাদের যে অন্য কোন ইলাহ আছে তা আমার জানা নেই?' (২৮নং সূরাহ্‌ কাসাস, আয়াত নং ৩৮) তার রাজত্ব দীর্ঘ দিন ধরে চলে আসছিলো বলে তার মস্তিস্কে ঔদ্ধত্য ও আত্মম্ভরিতা প্রবেশ করেছিলো এবং তার স্বভাবের মধ্যে অবাধ্যতা, অহঙ্কার এবং আত্মগরিমা ঢুকে পড়েছিলো। কারো কারো মতে সে সুদীর্ঘ চারশ' বছর ধরে শাসন কাজ চালিয়ে আসছিলো। সে ইবরাহীম (আঃ) -কে মহান আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের ওপর প্রমাণ উপস্থিত করতে বললে তিনি অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্বে আনয়ন এবং অস্তিত্ব হতে অস্তিত্বহীনতায় পরিণতকরণ এই দলীল পেশ করেন। এটা সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল দলীল ছিলো। প্রাণীসমূহের পূর্বে কিছুই না থাকা এবং পুনরায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া; এই প্রাণীসমূহ সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের স্পষ্ট দলীল এবং তিনিই মহান আল্লাহ্‌। নামরূদ উত্তরে বলেঃ এটাতো আমিও করতে পারি। এই কথা বলে সে দু' জন লোককে ডেকে পাঠায় যাদের ওপর মৃত্যু দণ্ডাদেশ জারী করা হয়েছিলো। অতঃপর সে একজনকে হত্যা করে এবং অপরজনকে ছেড়ে দেয়। (তাফসীর তাবারী ৫/৪৩৩, ৪৩৬, ৪৩৭) এই উত্তর ও দাবী যে কতো অবাস্তব ও বাজে ছিলো তা বলাই বাহুল্য। ইবরাহীম (আঃ) তো মহান আল্লাহ্‌র গুণাবলীর মধ্যে একটি গুণ এই বর্ণনা করেন যে, তিনি সৃষ্টি করেন অতঃপর ধ্বংস করেন। আর নামরূদ তো ঐ লোক দু' টিকে সৃষ্টি করেননি এবং তাদের অথবা তার নিজের জীবন ও মৃত্যুর ওপর তার কোন ক্ষমতাই নেই। কিন্তু শুধু অজ্ঞদেরকে প্ররোচিত করার জন্য এবং বাজিমাত করার উদ্দেশ্যে সে যে ভুল করেছে ও তর্কের মূলনীতির উল্টো কাজ করেছে এটা জানা সত্ত্বেও একটা কথা বানিয়ে নেয়া। অতঃপর বাদশাহ নামরূদ ইবরাহীম (আঃ) -এর অনুবর্তীত হয়ে ঘোষণা করলোঃ ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِىْ﴾

আমি ছাড়া তোমাদের অন্য উপাস্য আছে বলে আমি জানিনা। (২৮ নং সূরাহ্‌ কাসাস, আয়াত নং ৩৮)

ইবরাহীম (আঃ) ও তাকে বুঝে নেন এবং সেই নির্বোধের সামনে এমন প্রমাণ পেশ করেন যে, বাহ্যতঃ সে যেন এর সাদৃশ্যমূলক কাজে অকৃতকার্য হয়। তাই তাকে বলেনঃ ﴿فَاِنَّ اللّٰهَ يَاْتِيْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ﴾ তুমি যখন সৃষ্টি করা ও মৃত্যু দান করার ক্ষমতা রাখার দাবী করছো তখন সৃষ্ট বস্তুর ওপরেও তোমার আধিপত্য থাকা উচিত। আমার প্রভু তো এই ক্ষমতা রাখেন যে, সূর্যকে তিনি পূর্ব গগনে উদিত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং সে আমার প্রভুর আদেশ পালন করে পূর্ব দিকে উদিত হচ্ছে। এখন তুমি তাকে

নির্দেশ দাও, সে যেন পশ্চিম গগনে উদিত হয়। এবার সে বাহ্যতঃ কোন জোড়াতালি দেয়া উত্তরও দিতে পারলো না। বরং সে হতভম্ব হয়ে নিজের অপারগতা স্বীকার করতে বাধ্য হলো এবং মহান আল্লাহ্‌র প্রমাণ তার ওপর পূর্ণরূপে জয়যুক্ত হলো। কিন্তু সুপথ প্রাপ্তি তার ভাগ্যে ছিলো না বলে সে সুপথে আসতে পারলো না। এরূপ বদ-স্বভাবের লোককে মহান আল্লাহ্‌ কোন প্রমাণ বুঝার তাওফীক দেন না। ফলে তারা সত্যকে কখনো আলিঙ্গন করে না। তাদের ওপর মহান আল্লাহ্‌ ক্রোধান্বিত ও অসন্তুষ্ট হয়ে থাকে। এই জগতেও তাদের কঠিন শাস্তি হয়ে থাকে।

কোন কোন তর্ক শাস্ত্রবিদ বলেন যে, ইবরাহীম (আঃ) এখানে একটি স্পষ্ট ও জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ উপস্থিত করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। বরং প্রমাণ দলীলটি দ্বিতীয় দালীলের ভূমিকা স্বরূপ। এ দু' টো দ্বারাই নামরূদের দাবীর অসারতা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছে। জন্ম ও মৃত্যু দানই হচ্ছে প্রকৃত দলীল। ঐ অজ্ঞান ও নির্বোধ এই দাবী করেছিলো বলেই এই প্রমাণ পেশ করাও অপরিহার্য হয়ে পড়েছিলো যে, মহান আল্লাহ্‌ শুধুমাত্র জন্ম ও মৃত্যু দানের ওপরই সক্ষম নন, বরং দুনিয়ার বুকে যতোগুলো সৃষ্ট বস্তু রয়েছে সবই তাঁর আজ্ঞাধীন। কাজেই নামরূদকেও বলা হচ্ছে যে, সেও যখন জন্ম ও মৃত্যু দানের দাবী করছে তখন সূর্যও তো একটি সৃষ্ট বস্তু, কাজেই সে তার নির্দেশমতো কেন পূর্ব দিকের পরিবর্তে পশ্চিম দিকে উদিত হবে না? এই যুক্তির ফলে ইবরাহীম (আঃ) খোলাখুলিভাবে নামরূদকে পরাস্ত করেন এবং তাকে সম্পূর্ণরূপে নিরুত্তর করে দেন।

সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, ইবরাহীম (আঃ) আগুন হতে বের হয়ে আসার পর নামরূদের সাথে তাঁর এই তর্ক হয়েছিলো। এর পূর্বে ঐ অত্যাচারী রাজার সাথে ইবরাহীম (আঃ) -এর কোন সাক্ষাৎ হয়নি। যায়দ ইবনু আসলাম (রহঃ) বলেন যে, সেই সময় দুর্ভিক্ষ পড়েছিলো। জনগণ নামরুদের নিকট হতে শস্য নিতে আসতো। ইবরাহীম (আঃ) ও তার নিকট যান। তথায় তার সাথে তার এই তর্ক হয়। সেই পাপাচারী তাঁকে শস্য দেয়নি। তিনি শূন্য হস্তে ফিরে আসেন। বাড়ির নিকটবর্তী হয়ে তিনি দু' টি বস্তায় বালু ভরে নেন। যাতে বাড়ির লোক মনে করে যে, তিনি কিছু নিয়ে এসেছে। বাড়িতে পৌঁছেই তিনি বস্তা দু' টি রেখে ঘুমিয়ে পড়েন। তাঁর পত্নী বিবি সারা বস্তা দু' টি খুলে দেখেন যে, ও দু' টো উত্তম খাদ্যশস্য পরিপূর্ণ রয়েছে। তিনি আহার্য প্রস্তুত করেন। ইবরাহীম (আঃ) জেগে উঠে দেখেন যে খাদ্য প্রস্তুত রয়েছে। তিনি স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেনঃ খাদ্য দ্রব্য কথা হতে এসেছে? স্ত্রী উত্তরে বলেনঃ আপনি যে খাদ্যপূর্ণ বস্তা দু' টি এনেছিলেন তা হতেই এইগুলো বের করেছিলাম। তখন ইবরাহীম (আঃ) বুঝে নেন যে, এই বরকত লাভ আল্লাহ্‌র পক্ষ হতেই হয়েছে এবং এটা তার প্রতি আল্লাহ্‌ তা 'আলা করুণারই পরিচায়ক। ঐ লম্পট রাজার কাছে মহান আল্লাহ্‌ একজন ফিরিশতা প্রেরণ করেন। তিনি তার নিকট এসে তাকে মহান আল্লাহ্‌র একত্ববাদে বিশ্বাসী হতে আহ্বান করেন। কিন্তু এবারেও সে প্রত্যাখ্যান করে। তৃতীয়বার তিনি তাকে মহান আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান জানান। কিন্তু এবারেও সে অস্বকৃতিই জানায়। এইভাবে বারবার প্রত্যাখ্যান হওয়ার পর ফিরিশতা তাকে বলেনঃ আচ্ছা তুমি তোমার সেনাবাহিনী ঠিক করো, আমিও আমার সেনাবাহিনী নিয়ে আসছি। নামরুদ এক বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে সূর্যোদয়ের সময় উপস্থিত হয়।

আর এদিকে মহান আল্লাহ্‌ মশাসমূহের দরজা খুলে দেন। বড় বড় মশাগুলো এতো অধিক সংখ্যায় আসে যে, সূর্য ও জনগণের দৃষ্টির অন্তরালে চলে যায়। মহান আল্লাহ্‌র এই সেনাবাহিনী নামরুদের সেনাবাহিনীর ওপর পতিত হয় এবং আল্পক্ষণের মধ্যে তাদের রক্ত তো পান করেই এমনকি তাদের মাংস পর্যন্তও খেয়ে

নেয়। এইভাবে নামরুদের সমস্ত সৈন্য সেখানেই ধ্বংস হয়ে যায়। ঐ মশাগুলোরই একটি নামরুদের নাসারন্ধ্র প্রবেশ করে এবং চারশ' বছর পর্যন্ত তার মস্তিষ্ক চাটতে থাকে। এমন কঠিন শাস্তির মধ্যে সে পাপাত্মা নামরুদ পড়ে থাকে যে, এর চেয়ে মরণ হাজার গুণে উত্তম ছিলো। সে পাপী রাজা নমরুদ প্রাচীরে ও পাথরে তার মস্তিষ্ক ঠুকে ঠুকে ফিরছিলো এবং হাতুড়ি দ্বারা মাথায় মারিয়ে নিচ্ছিলো। এভাবে ঐ হতভাগ্য ধীরে ধীরে ধ্বংসের মুখে পতিত হয়। মহান আল্লাহ্‌র ওপর আস্থাহীন পাপাত্মা বাবেল রাজা নামরুদের এইভাবে জীবনলীলা সাঙ্গ হয়। (তাফসীরে 'আব্দুর রাজ্জাক-১/১১৫/৩২৮)

ওপরে দাবী করা হয়েছিল, মু' মিনের সহায় ও সাহায্যকারী হচ্ছে আল্লাহ তিনি মানুষকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর মধ্যে নিয়ে যান আর কাফেরের সাহায্যকারী হচ্ছে, তাগুত, সে তাকে আলোকের মুখ থেকে টেনে অন্ধকারের মধ্যে নিয়ে যায়। এখানে এ বিষয়টির ওপর বিস্তারিত আলোকপাত করার জন্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনটি ঘটনার উল্লখে করা হয়েছে। প্রথম দৃষ্টান্তটি এমন এক ব্যক্তির যার সামনে সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ সহকারে সত্যকে পেশ করা হয় এবং সে তার সামনে নিরুত্তর হয়ে পড়ে। কিন্তু যেহেতু সে আগে থেকেই নিজের লাগাম তাগুতের হাতে সঁপে দিয়েছিল তাই সত্যের উলংগ প্রকাশের পরও সে আলোর রাজ্যে পা দিতে পারেনি। অন্ধকারের অথৈ সমুদ্রে আগের মতোই সে হাবুডুবু খেতে থাকে। পরবর্তী দৃষ্টান্ত দু ' টি এমন দুই ব্যক্তির যারা আল্লাহর সাহায্যের দিকে হাত বাড়ান। ফলে আল্লাহ তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর রাজ্যে এমনভাবে টেনে আনেন যে, অদৃশ্য গোপন সত্যের সাথে তাদের চাক্ষুষ সাক্ষাত ঘটেও যায়।

সেই ব্যক্তিটি হচ্ছে নমরুদ। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের স্বদেশভূমি ইরাকের বাদশাহ ছিল এই নমরুদ। এখানে যে ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে বাইবেলে তার প্রতি কোন ইঙ্গিত নেই। তবে তালমূদে এই সমগ্র ঘটনাটিই বিবৃত হয়েছে। কুরআনের সাথে তার ব্যাপক মিলও রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছেঃ হযরত ইবরাহীমের (আ) পিতা নমরুদের দরবারে প্রধান রাষ্ট্রীয় কর্মচারীর (Chief officer of the state) পদে অধিষ্ঠিত ছিল। হযরত ইবরাহীম (আ) যখন প্রকাশ্যে শিরকের বিরোধিতা ও তাওহীদের প্রচার শুরু করেন এবং দেব-মন্দিরে প্রবেশ করে প্রতিমাগুলো ভেঙে দেন তখন তাঁর পিতা নিজেই বাদশাহর দরবারে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা পেশ করে তারপর বাদশাহর সাথে তাঁর যে বিতর্কালাপ হয় তাই এখানে উল্লেখিত হয়েছে।

অর্থাৎ যে বিষয়টি নিয়ে এ বিতর্ক চলছিল সেটি ছিল এই যে ইবরাহীম (আ) কাকে নিজের রব বলে মানেন? আর এ বিতর্কটি সৃষ্টি হবার কারণ ছিল এই যে, বিতর্ককারী ব্যক্তি অর্থাৎ নমরুদকে আল্লাহ রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করেছিলেন। এই দু' টি বাক্যের মধ্যে বিতর্কের ধরনের প্রতি যে ইঙ্গিত করা হয়েছে তা বুঝবার জন্য নিম্নলিখিত বাস্তব বিষয়গুলো সামনে রাখা প্রয়োজন।একঃ প্রাচীনকাল থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত মুশরিক সমাজগুলোর এই সম্মিলিত বৈশিষ্ট্য দেখা গেছে যে, তারা আল্লাহকে সকল খোদার প্রধান খোদা, প্রধান উপাস্য ও পরমেশ্বর হিসেবে মেনে নেয় কিন্তু একমাত্র তাঁকেই আরাধ্য, উপাস্য, মাবুদ ও খোদা হিসেবে মানতে প্রস্তুত হয় না।দুইঃ আল্লাহর ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে মুশরিকরা চিরকাল দু' ভাগে বিভক্ত করে এসেছে। একটি হচ্ছে, অতি প্রাকৃতিক (Super natural) খোদায়ী ক্ষমতা। কার্যকারণ পরম্পরার ওপর এর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত এবং মুশরিকরা নিজেদের প্রয়োজন পূর্ণ করার সংকট উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য এর দোহাই দেয়। এই খোদায়ীর ক্ষেত্রে তারা আল্লাহর সাথে অতীতের পুণ্যবান লোকদের আত্মা, ফেরেশতা (দেবতা), জিন, নক্ষত্র এবং আরো অসংখ্য সত্তাকে শরীক করে। তাদের কাছে প্রার্থনা করে। পূজা ও উপাসনার অনুষ্ঠানাদি তাদের সামনে সম্পাদন করে। তাদের আস্তানায় ভেট ও নজরানা দেয়। দ্বিতীয়টি হচ্ছে তামাদ্দুনিক ও রাজনৈতিক

বিষয়ের খোদায়ী (অর্থাৎ শাসন কর্তৃত্ব) ক্ষমতা। জীবন বিধান নির্ধারণ করার ও নির্দেশের আনুগত্য লাভ করার অধিকার তার আয়ত্বাধীন থাকে। পার্থিব বিষয়াবলীর ওপর শাসন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পূর্ণ ক্ষমতা তার থাকে। দুনিয়ার সকল মুশরিক সম্প্রদায় প্রায় প্রতি যুগে এই দ্বিতীয় প্রকারের খোদায়ী কর্তৃত্বকে আল্লাহর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে অথবা তার সাথে রাজপরিবার, ধর্মীয় পুরোহিত ও সমাজের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কালের মনীষীদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছে। বেশীর ভাগ রাজপরিবার এই দ্বিতীয় অর্থে খোদায়ীর দাবীদার হয়েছে। তাদের এই দাবীকে শক্তিশালী করার জন্য আবার তারা সাধারণভাবে প্রথম অর্থের খোদাদের সন্তান হবার দাবী করেছে। এ ব্যাপারে ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলো তাদের ষড়যন্ত্রে অংশীদার হয়েছে।তিনঃ নমরুদের খোদায়ী দাবীও এই দ্বিতীয় ধরনের ছিল। সে আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করতো না। নিজেকে পৃথিবী ও আকাশের স্রষ্টা ও পরিচালক বলে সে দাবী করতো না। সে একথা বলতো না যে, বিশ্ব-জগতের সমস্ত কার্যাকারণ পরম্পরার ওপর তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। বরং তার দাবী ছিল, আমি এই ইরাক দেশ এবং এর অধিবাসীদের একচ্ছত্র অধিপতি। আমার মুখের কথাই এ দেশের আইন। আমার ওপর আর কারো কর্তৃত্ব নেই। কারো সামনেই আমাকে জবাবদিহি করতে হবে না। ইরাকের যেকোন ব্যক্তি এসব দিক দিয়ে আমাকে রব বলে মেনে নেবে না অথবা আমাকে বাদ দিয়ে আর কাউকে রব বলে মেনে নেবে, সে বিদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতক।চারঃ ইবরাহীম আল্লাইহিস সালাম যখন বললেন, আমি একমাত্র রব্বুল আলামীনকে খোদা, মাবুদ ও রব বলে মানি, তাঁর ছাড়া আর সবার খোদায়ী, প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব অস্বীকার করি, তখন কেবল এতটুকু প্রশ্ন সেখানে দেখা দেয়নি যে, জাতীয় ধর্ম ও ধর্মীয় মাবুদদের ব্যাপারে তাঁর এই নতুন আকীদা ও বিশ্বাস কতটুকু সহনীয়, বরং এই প্রশ্নও দেখা দিয়েছে যে, জাতীয় রাষ্ট্র ও তার কেন্দ্রীয় ক্ষমতা-কর্তৃত্বের ওপর এই বিশ্বাস যে আঘাত হানছে তাকে উপেক্ষা করা যায় কেমন করে? এ কারণেই হযরত ইবরাহীম (আ) বিদ্রোহের অপরাধে নমরুদের সামনে আনীত হন।

যদিও হযরত ইবরাহীমের (আ) প্রথম বাক্যের একথা সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় আর কেউ রব হতে পারে না তবুও নমরুদ হঠধর্মিতার পরিচয় দিয়ে নির্লজ্জের মতো তার জবাব দিয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যের পর তার জন্য আবার হঠধর্মী হবার আর কোন সুযোগই ছিল না। সে নিজেও জানতো, চন্দ্র-সূর্য সেই আল্লাহরই হুকুমের অধীন যাকে ইবরাহীম রব বলে মেনে নিয়েছে। এরপর তার কাছে আর কি জবাব থাকতে পারে? কিন্তু এভাবে তার সামনে যে দ্ব্যর্থহীন সত্য আত্মপ্রকাশ করেছিল তাকে মেনে নেয়ার মানেই ছিল নিজের স্বাধীন সার্বভৌম প্রভুত্ব ও শাসন কর্তৃত্ব পরিহার করা। আর এই কর্তৃত্ব পরিহার করতে তার নফসের তাগুত মোটেই প্রস্তুত ছিল না। কাজেই তার পক্ষে নিরুত্তর ও হতবুদ্ধি হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। আত্মপূজার অন্ধকার ভেদ করে সত্য প্রিয়তার আলোকে প্রবেশ করা তার পক্ষে সম্ভবপর হলো না। যদি এই তাগুতের পরিবর্তে আল্লাহকে সে নিজের সাহায্যকারী ও পৃষ্ঠপোষক হিসেব মেনে নিতো, তাহলে হযরত ইবরাহীমের প্রচার ও নসিহত প্রদানের পর তার জন্য সঠিক পথের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যেতো।তালমূদের বর্ণনা মতে, তারপর সেই বাদশাহর নির্দেশে হযরত ইবরাহীমকে বন্দী করা হয়। দশ দিন তিনি কারাগারে অবস্থান করেন। অতঃপর বাদশাহর কাউন্সিল তাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করার যে ঘটনা ঘটে তা সূরা আম্বিয়ার ৫ম রুকূ’, আনকাবুতের ২য় ও ৩য় রুক এবং আস সাফ্‌ফাতের ৪র্থ রুকূ’তে বর্ণিত হয়েছে।

কুরআনুল কারীমের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হল- পূর্ববর্তী নাবী-রাসূল ও তাদের জাতির ঘটনা বর্ণনা করা। এর মাধ্যমে আল্লাহ তা ‘আলার তাওহীদ ও ক্ষমতা, কুরআনের মু ‘জিযাহ, ঐতিহাসিক সত্যতা, নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সান্ত্বনা ও মুসলিমদের জন্য শিক্ষণীয় দিক বর্ণনা করা। এখানে ইবরাহীম (আঃ) ও নমরূদের মাঝে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনার বর্ণনা তুলে ধরা হচ্ছে।

ইবরাহীম (আঃ) পশ্চিম ইরাকের বাসরার নিকটবর্তী ‘বাবেল’ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। এখানে তখন কালেডীয় (كلداني) জাতি বসবাস করত। তাদের একচ্ছত্র সম্রাট ছিল নমরূদ। সে তৎকালীন পৃথিবীতে অত্যন্ত উদ্ধ্যত ও অহংকারী সম্রাট ছিল। প্রায় ৪০০ বছর রাজত্ব করে শেষ পর্যন্ত নিজেকে ‘উপাস্য’ হবার দাবী করে। (তারীখুল আম্বিয়া পৃ:৬৮) এ বিতর্ক সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে ইবরাহীম (আঃ) জাতিকে তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন, পিতাকে তাওহীদের প্রতি আহ্বান করেছেন, মূর্তি ভেঙ্গেছেন। শেষ পর্যায় এসে নমরূদ ইবরাহীম (আঃ)-এর সাথে এ বিতর্কে লিপ্ত হয়। নমরূদ ভেবেছিল ইবরাহীম তাকেই উপাস্য বলে স্বীকার করবে। কিন্তু নির্ভীক কণ্ঠে ইবরাহীম (আঃ) বললেন: আমার রব তিনি যিনি জীবন-মৃত্যু দান করেন। তখন নমরূদ বলল: আমিও তো জীবন ও মৃত্যু দান করি। এ বলে সে দু’ জন জীবন্ত লোক আনতে বলল। একজনকে মেরে ফেলল অন্যজনকে ছেড়ে দিল। আর বলল এই যে, আমি যাকে ইচ্ছা জীবন ও মৃত্যু দেই। তারপর ইবরাহীম (আঃ) যখন সূর্যের উদয় ও অস্তের কথা বললেন, তখন সে কিংকতর্ব্যবিমূঢ় হয়ে গেল। প্রমাণিত হলো যে, প্রকৃত রব হলেন একমাত্র আল্লাহ তা ‘আলা। জাতির (সাধারণ) নেতারাই যেখানে পরাজয় মেনে নেয়নি সেখানে একচ্ছত্র সম্রাট কিভাবে পরাজয় মেনে নিতে পারে। তাই সে অহংকারে ফেটে ইবরাহীম (আঃ) কে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেয়, এমনকি নিক্ষেপও করা হয়। ইবরাহীম (আঃ)-এ অগ্নীপরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে সফলতা অর্জন করেন।

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. আল্লাহ তা ‘আলা পূর্ববর্তী নাবী-রাসূল ও তাদের জাতির ঘটনা বর্ণনা করে আমাদেরকে সতর্ক ও সাবধান করছেন।

২. দাওয়াত কৌশল ও হিকমতের সাথে প্রদান করা উচিত।

৩. প্রত্যেক নাবী ও রাসূলের শত্র “ ছিল, দীনের পথে থাকলে প্রত্যেক মু’ মিনেরও থাকবে।

৪. আল্লাহ তা ‘আলা তাঁর ওলীদের সার্বিক সাহায্য করেন যেমন ইবরাহীম (আঃ)-কে করেছেন।

৫. জীবন-মৃত্যু, চন্দ্র-সূর্য সবকিছুর মালিক একমাত্র আল্লাহ তা ‘আলা।